রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ২, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

আইন অধিশাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ বৈশাখ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/ ২৪ এপ্রিল ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১০৭-আইন/২০১২।—অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই বিধিমালা অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তি বিধিমালা, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন);

(খ) ''ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত কোন ফরম;

(গ) ''জেলা কমিটি'' অর্থ আইনের ধারা ৯খ এর অধীন গঠিত জেলা কমিটি;

(ঘ) ''কেন্দ্রীয় কমিটি'' অর্থ আইনের ধারা ৯গ এর অধীন গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি।

মূল্য ঃ টাকা ১০.০০

৩। **অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য আবেদন।**—(১) আইনের ধারা ৯ক এর বিধান মোতাবেক 'খ' তফসিলে বর্ণিত অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য আবেদনকারীকে জেলা কমিটির সভাপতি বরাবর অপর পক্ষকে প্রদানের জন্য ফরম-৩ এ নোটিশের কপি, উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত কাগজপত্র, নোটিশের জন্য নির্ধারিত কোর্ট ফিসহ, ফরম-১ এ ৩ (তিন) প্রস্থে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন পত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি (যদি থাকে) ;

(খ) আবেদনকারীর অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিলের সইমুহুরি নকল বা সত্যায়িত অনুলিপি এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বায়া দলিল বা অনুলিপি;

(গ) দাবীকৃত সম্পত্তির এস.এ বা আর.এস বা মহানগর জরিপে (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) প্রকাশিত খতিয়ানের সইমুহুরি নকল বা অনুলিপি;

(ঘ) আবেদনকারীর অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত নামজারী এবং ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের দাখিলা (যদি থাকে);

(ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ১৯৭২ সনের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৯৬/৭২ ও ৯৮/৭২ নম্বর আদেশ অনুযায়ী দাখিলকৃত বিবরণীতে আবেদনকৃত সম্পত্তির অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি (যদি থাকে);

(চ) বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন ডিক্রি বা রায় থাকিলে তাহার সইমুহুরি নকল বা অনুলিপি;

(ছ) গেজেটে প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত মালিক বা তাহার বৈধ উত্তরাধিকারী কর্তৃক হস্তান্তরের মেয়াদকাল ১০/১/১৯৬৪–১৬/২/১৯৬৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত হইলে East Pakistan Disturbed Persons Rehabilitation Ordinance, 1964 (Ord.I of 1964) এর section 4 অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত হস্তান্তরের পূর্বানুমতি পত্র;

(জ) ভারত হইতে প্রকৃত বাস্তুচ্যুতদের বিনিময় কেইসের ক্ষেত্রে বিনিময়ের সত্যতা নিরূপণ সংক্রান্ত তথ্যাদি, যথাঃ—

(অ) বিনিময়ের তারিখ;

(আ) প্রত্যয়নকৃত আম মোক্তার নামা;

(ই) ভারতে প্রদত্ত সম্পত্তির বিবরণী;

(ঈ) নিয়মিতকরণের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাখিলের তারিখ;

(উ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট;

(ঊ) বিনিময়ের অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল বা স্থায়ী বন্দোবস্ত দলিল থাকিলে সেইক্ষেত্রে মূল দলিল বা সইমুহুরি নকল এবং নির্ধারিত ফরমে প্রদত্ত কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেটের অনুলিপি।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপত্র জেলা কমিটির সদস্য সচিব গ্রহণপূর্বক নম্বর প্রদান করিয়া ফরম-৪ এ উল্লিখিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং শুনানীর জন্য অনধিক ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে একটি তারিখ নির্ধারণ করিয়া আবেদনপত্রের দ্বিতীয় অংশে নম্বর ও শুনানীর তারিখ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে উক্ত আবেদন গ্রহণের তারিখেই অবহিত করিবেন এবং শুনানীর জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে নোটিশ প্রদান করিবেন।

৪। **জেলা কমিটির সভা।**—(১) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বা সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) অর্পিত সম্পত্তির তালিকা গেজেটে প্রকাশের পর জেলা কমিটি প্রতি সপ্তাহে অন্যূন একটি সভায় মিলিত হইবে।

(৩) জেলা কমিটির সভার জন্য সভাপতিসহ ৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

(৪) সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

৫। **জেলা কমিটির কার্যাবলী।**—(১) জেলা কমিটি বিধি ৩(১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র এবং আবেদনকারী ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ কর্তৃক বিধি ৩(২) অনুযায়ী দাখিলকৃত দলিল অথবা কাগজপত্রাদির সত্যতা যাচাই করিবে।

(২) জেলা কমিটি শুনানী সম্পন্ন করিয়া আবেদনপত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, আবেদনকারী বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক কি'না সে সম্পর্কে মতামত, গেজেটে প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি ১৬/০২/১৯৬৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) এর স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন কি'না এই সম্পর্কে মতামত, পক্ষগণের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, সিদ্ধান্তের কারণ ও যৌক্তিকতা, সুস্পষ্ট মতামত ও সুপারিশ লিপিবদ্ধ করিয়া স্বাক্ষরপূর্বক সীলমোহরসহ জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) জেলা কমিটির কার্যক্রম সম্বলিত মাসিক বিবরণী জেলা কমিটি কর্তৃক পরবর্তী মাসের দশ তারিখের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। **কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট আপীল ও কার্যাবলী।**—(১) জেলা কমিটির সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ যে কোন পক্ষকে আইনের ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী ফরম-২ বা ক্ষেত্রমত ফরম-৯ এ ৩ (তিন) প্রস্থে কেন্দ্রীয় কমিটি বরাবর আপীল দায়ের করিতে হইবে।

(২) আপীল আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে ভূমি আপীল বোর্ডের সচিব নম্বর প্রদানপূর্বক ফরম-৫ এ উল্লিখিত রেজিস্টার এ আপীল আবেদনের তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং আবেদনপত্রের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে শুনানীর জন্য অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে একটি তারিখ নির্ধারণ করিয়া আবেদনপত্রের দ্বিতীয় অংশে নম্বর ও শুনানীর তারিখ উল্লেখপূর্বক উক্ত আপীল আবেদনপত্র গ্রহণের তারিখেই আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

(৩) কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কমিটি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(৪) নির্ধারিত রেজিস্টারে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত লাল কালিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৭। **কেন্দ্রীয় কমিটির সভা।**—(১) কেন্দ্রীয় কমিটি সপ্তাহে অন্যূন ১(এক)টি সভায় মিলিত হইবে।

(২) কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ভূমি আপীল বোর্ড এর সদর দপ্তরে বা সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সভাপতিসহ ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

(৪) সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

৮। **জেলা বা কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত দলিল যাচাই।**—জেলা কমিটি বা কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট হইতে অনুরোধ বা অধিযাচন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার বা জেলা রেজিস্ট্রার বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ দলিলের সত্যতা যাচাইপূর্বক একটি রিপোর্ট প্রদান করিবেন এবং প্রয়োজনে উক্ত দলিলের একটি সইমুহুরি নকল রিপোর্টের সহিত সরবরাহ করিবেন।

৯। **কেন্দ্রীয় কমিটির আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের।**—(১) কেন্দ্রীয় কমিটির আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ যে কোন পক্ষকে ৪৫ দিনের মধ্যে আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে হইবে।

(২) কেন্দ্রীয় কমিটির আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল দায়ের না হইলে আপীল দায়েরের মেয়াদ অতিক্রান্তের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক উহা কার্যকর করিবেন এবং সরকারী স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হইলে জেলা প্রশাসক আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিবেন।

১০। **জেলা কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাস্তবায়ন।**—(১) জেলা কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনালের আদেশ যথাক্রমে ফরম ৬, ৭ ও ৮ এ উল্লিখিত রেজিস্টারে আদেশ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(২) আইনের ধারা ৯ক(৩) অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের আদেশ প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) বা অন্য কোন রাজস্ব কর্মকর্তা আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করিয়া জেলা প্রশাসককে অবহিত করিবেন।

(৩) জেলা বা কেন্দ্রীয় কমিটির সুপারিশ বা আদেশ বাস্তবায়নের বিষয়ে জেলা প্রশাসক প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন এবং ভূমি মন্ত্রণালয় প্রতি ৬(ছয়) মাসে উহা গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১১। **গেজেটে প্রকাশিত অর্পিত সম্পত্তি বহুল প্রচার।**—(১) অর্পিত সম্পত্তির তালিকা গেজেটে প্রকাশের পর জনগণের অবগতির লক্ষ্যে বহুল প্রচারের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ইউনিয়ন বা পৌর ভূমি অফিস এবং পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ এর নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দিতে হইবে এবং জেলা প্রশাসকের ওয়েব সাইটে বা জেলা তথ্য বাতায়নেও উহা প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পর্যাপ্ত কপি (মৌজাওয়ারী) মওজুদ রাখিতে হইবে এবং জনগণ প্রতিটি কপি গেজেটে উল্লিখিত মূল্যে ক্রয় করিতে পারিবেন।

১২। **নোটিশ জারী।**—এই বিধিমালার অধীন কোন নোটিশ দেওয়ানী কার্যবিধিতে বর্ণিত পদ্ধতিতে জারী করিতে হইবে এবং একইসাথে রেজিস্ট্রি ডাকযোগেও নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে।

১৩। **শুনানী এবং শুনানী মুলতবী।**—(১) জেলা বা কেন্দ্রীয় কমিটিতে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আবেদন শুনানীর জন্য প্রস্তুত হওয়ার পর ক্রমানুসারে শুনানীর তারিখ নির্ধারিত হইবে।

(২) শুনানীর জন্য নির্ধারিত দিনেই শুনানী অনুষ্ঠিত হইবে; তবে কোন পক্ষ কর্তৃক যুক্তিসংগত কারণে লিখিতভাবে শুনানী মুলতবীর জন্য আবেদন করা হইলে শুনানী মুলতবী করা যাইবে, তবে তিনবারের বেশী শুনানী মুলতবী করা যাইবে না এবং সেইক্ষেত্রে সর্বশেষ শুনানীর তারিখে প্রাপ্ত কাগজপত্রের ভিত্তিতে আদেশ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) শুনানী আরম্ভ হইবার পর যতদূর সম্ভব একাদিক্রমে শেষ করিতে হইবে এবং কোন পক্ষের আবেদনক্রমে শুনানী মুলতবী করিতে হইলে পরবর্তী তারিখ ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রদান করিতে হইবে।

১৪। **নকল প্রদানের পদ্ধতি।**—(১) অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ কিংবা তাহাদের নিযুক্তিয় প্রতিনিধি নকলের জন্য নির্ধারিত ফিস প্রদানপূর্বক ফরম-১০, ১১ বা ১২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) নকলের দরখাস্ত পাওয়ার পর উহাতে ক্রমিক নম্বর দিয়া ফরম-১৩ এ উল্লিখিত রেজিস্টারে তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) নকলের দরখাস্ত প্রদানের ৭(সাত) দিনের মধ্যে নকল প্রদান করিতে হইবে।

(৪) নকল সাধারণত ফলিও কাগজে প্রদত্ত হইবে।

(৫) নকল প্রস্তুতের পর একজন জ্যেষ্ঠ কর্মচারী তাহা তুলনা করিয়া দেখিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(৬) জরুরী বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ফটোকপি করিয়া নকল প্রদান করা যাইবে।

ফরম-১

[বিধি ৩(১) দ্রষ্টব্য]

প্রথম অংশ

অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য আবেদন ফরম

দরখাস্তের ক্রমিক নম্বর ঃ তারিখ ঃ

সভাপতি
অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তি সংক্রান্ত জেলা কমিটি
---------- জেলা

বিষয় ঃ **'খ তফসিলভুক্ত' অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আবেদন।**

জনাব,

আমি/ আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির উত্তরাধিকার/ক্রয়সূত্রে/ ---------- সূত্রে দাবীদার। সেমতে আমার/ আমাদের দাবীর সমর্থনে কাগজপত্র দাখিল করিলাম।

অতএব দাখিলকৃত কাগজপত্র বিবেচনাপূর্বক তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি 'খ তফসিলভুক্ত' অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির আদেশ দানে মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক

১। তফসিল

২। দাখিলকৃত কাগজপত্রের বর্ণনা ---------- ফর্দ।
(প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাইবে)

২য় অংশ
(অফিস কর্তৃক পূরণীয়)

জেলাঃ উপজেলাঃ

দরখাস্তের ক্রমিক নম্বরঃ তারিখঃ

শুনানীর তারিখঃ

দরখাস্ত গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও সীল

ফরম-২

[বিধি ৬(১) দ্রষ্টব্য]

১ম অংশ

অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য আপীল আবেদন ফরম

দরখাস্তের ক্রমিক নম্বর ঃ তারিখ ঃ

সভাপতি
অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটি
ঢাকা

বিষয়ঃ **'খ তফসিলভুক্ত' অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আবেদন।**

জনাব,

আমি/ আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির বৈধ উত্তরাধিকার সূত্রে/ ক্রয় সূত্রে / ---------- সূত্রে দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও জেলা কমিটি উক্ত সম্পত্তি আমার/ আমাদের অনুকূলে অবমুক্তির আদেশ প্রদান করেন নাই। সে কারণে আমি/ আমরা বর্ণিত সম্পত্তি 'খ তফসিল' বর্ণিত অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির জন্য আপীল আবেদন করিতেছি।

আমার/ আমাদের দাবীর সমর্থনে দাখিলকৃত কাগজপত্র বিবেচনাপূর্বক বর্ণিত সম্পত্তি আমার/আমাদের অনুকূলে 'খ তফসিল' অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির আদেশ দানে মহোদয়ের মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক

১। তফসিল

২। দাখিলকৃত কাগজপত্রের বর্ণনা ----------ফর্দ।

২য় অংশ
(অফিস কর্তৃক পূরণীয়)

জেলাঃ উপজেলাঃ

দরখাস্তের ক্রমিক নম্বর ঃ তারিখঃ

শুনানীর তারিখঃ

দরখাস্ত গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও সীল

ফরম-৩

নোটিশ ফরম

[বিধি ৩ (১) দ্রষ্টব্য]

(কার্যালয়ের/ আদালতের নাম)

দরখাস্ত/ মামলা/ আপীল এর নম্বর ঃ

নোটিশ প্রদানকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ

নোটিশ প্রাপকের নাম ও ঠিকানা ঃ

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আপনার বিরুদ্ধে উল্লিখিত নম্বরে দরখাস্ত/মামলা/আপীল দায়ের হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে আপনার কোন বক্তব্য থাকিলে আগামী -------- তারিখে নিজে উপস্থিত হইয়া কিংবা প্রতিনিধির মাধ্যমে দাবীর সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজাদিসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে জানানোর নির্দেশ দেওয়া গেল। অন্যথায় আপনার/ আপনাদের অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

স্বাক্ষর ঃ

তফসিল ঃ

ফরম-৪

[বিধি ৩ (৩) দ্রষ্টব্য]

(জেলা কমিটি বরাবর দাখিলকৃত আবেদন এন্ট্রির জন্য রেজিস্টার)

ক্রমিক নং	আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা	আবেদন দাখিলের তারিখ	জমির তফসিল ও পরিমাণ	জেলা কমিটির মতামত/ সুপারিশ প্রদানের তারিখ	মন্তব্য

ফরম-৫

[বিধি ৬ (২) দ্রষ্টব্য]

(কেন্দ্রীয় কমিটি বরাবর দাখিলকৃত আপীল আবেদন এন্ট্রির জন্য রেজিস্টার)

ক্রমিক নং	আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা	আবেদন দাখিলের তারিখ	জমির তফসিল ও পরিমাণ	জেলা কমিটির সুপারিশ ও তারিখ	কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ও তারিখ	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণের তারিখ	মন্তব্য

ফরম-৬

[বিধি ১০(১) দ্রষ্টব্য]

(জেলা কমিটির আদেশ বাস্তবায়ন)

ক্রমিক নং	জেলা কমিটি কর্তৃক আদেশপ্রাপ্ত পক্ষের নাম	জমির তফসিল ও পরিমাণ	জেলা কমিটির মতামত/ আদেশ ও তারিখ	জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ	আদেশের সংক্ষিপ্তসার	আদেশ বাস্তবায়নের আদেশ প্রদানের তারিখ	মন্তব্য

ফরম-৭

[বিধি ১০(১) দ্রষ্টব্য]

(কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন)

ক্রমিক নং	কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আদেশপ্রাপ্ত পক্ষের নাম	জমির তফসিল ও পরিমাণ	কেন্দ্রীয় কমিটির আদেশ ও তারিখ	জেলা প্রশাসকের আদেশ প্রদানের তারিখ	আদেশের সংক্ষিপ্তসার	আদেশ বাস্তবায়নের আদেশ প্রদানের তারিখ	মন্তব্য

ফরম-৮

[বিধি ১০(১) দ্রষ্টব্য]

(ট্রাইব্যুনাল/আপীল ট্রাইব্যুনাল এর রায় বাস্তবায়ন)

ক্রমিক নং	আদেশ প্রাপ্তির তারিখ	ডিক্রি প্রাপ্ত পক্ষের নাম ও ঠিকানা	আদালতের নামসহ ডিক্রি প্রাপ্তির তারিখ	জমির তফসিল ও পরিমাণ	কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ও তারিখ	ট্রাইব্যুনাল এর আদেশ	আপীল ট্রাইব্যুনাল এর আদেশ	মন্তব্য

ফরম-৯

[বিধি ৬(১) দ্রষ্টব্য]

অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে আপীল আবেদন ফরম

দরখাস্তের ক্রমিক নম্বর ঃ তারিখ ঃ

সভাপতি
অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটি
ঢাকা।

বিষয়ঃ **'খ তফসিলভুক্ত' অর্পিত সম্পত্তির জেলা কমিটির আদেশ বাতিলের আবেদন।**

জনাব,

বাংলাদেশ সরকার নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির ---------- সূত্রে দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও জেলা কমিটি কর্তৃক উক্ত সম্পত্তি অবৈধ দাবীদারদের অনুকূলে অবমুক্তির আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। সেই কারণে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রতিষ্ঠান প্রধান বা কালেক্টর হিসাবে বর্ণিত সম্পত্তি 'খ তফসিলভুক্ত' বর্ণিত অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির জেলা কমিটির আদেশ বাতিল করিয়া সরকারের পক্ষে মালিকানাস্বত্ব বহাল রাখার জন্য আপীল আবেদন করিতেছি।

সরকার পক্ষের দাবীর সমর্থনে দাখিলকৃত কাগজপত্র বিবেচনাপূর্বক বর্ণিত সম্পত্তি 'খ তফসিলভুক্ত' অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির আদেশ বাতিলের আদেশ দানে মহোদয়ের মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক

প্রতিষ্ঠান প্রধান/জেলা প্রশাসক(কালেক্টর)/প্রতিনিধি

১। তফসিল

২। দাখিলকৃত কাগজপত্রের বর্ণনা ----------ফর্দ।

২য় অংশ
(অফিস কর্তৃক পূরণীয়)

জেলাঃ উপজেলাঃ

দরখাস্তের ক্রমিক নম্বর ঃ তারিখঃ

শুনানীর তারিখঃ

দরখাস্ত গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও সীল

ফরম-১০

[বিধি ১৪(১) দ্রষ্টব্য]

নকল সরবরাহের আবেদন ফরম (জেলা কমিটি/কেন্দ্রীয় কমিটি)

সভাপতি
অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তি সংক্রান্ত জেলা/কেন্দ্রীয় কমিটি
---------- ।

বিষয়ঃ **নকলের আবেদন।**

জনাব,

আমি/ আমরা ---------- নং আবেদনের আবেদনকারী/প্রতিপক্ষ/স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। উহার আরজি/জবাব/-------তারিখের আদেশ এর জাবেদা নকল/ফটোকপি পাইতে ইচ্ছুক। প্রয়োজনীয় ফলিও, কোর্ট ফি চাহিবা মাত্র সরবরাহ করিব।

অতএব আমাকে/ আমাদেরকে উল্লিখিত জাবেদা নকল/ ফটোকপি সরবরাহ করিতে মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক

ফরম-১১

[বিধি ১৪(১) দ্রষ্টব্য]

নকল সরবরাহের আবেদন ফরম (ট্রাইব্যুনাল/ আপীল ট্রাইব্যুনাল)

বিচারক
অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তি সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনাল/ আপীল ট্রাইব্যুনাল
---------- ।

বিষয়ঃ **নকলের আবেদন**।

সূত্রঃ

জনাব,

আমি/ আমরা ------- নং মামলার বাদী/প্রতিপক্ষ/স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। উহার আরজি/জবাব/-------- তারিখের আদেশ এর জাবেদা নকল/ ফটোকপি পাইতে ইচ্ছুক। প্রয়োজনীয় ফলিও, কোর্ট ফি চাহিবা মাত্র সরবরাহ করিব।

অতএব আমাকে/ আমাদেরকে উল্লিখিত জাবেদা নকল/ ফটোকপি সরবরাহ করিতে মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক

ফরম-১২

[বিধি ১৪(১) দ্রষ্টব্য]

নকল সরবরাহের আবেদন ফরম (জেলা প্রশাসক)

জেলা প্রশাসক

বিষয়ঃ **নকলের আবেদন**।

সূত্রঃ

জনাব,

আমি/ আমরা ------- নং মামলার বাদী/প্রতিপক্ষ/স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। উহার--------তারিখের আদেশ এর জাবেদা নকল/ফটোকপি পাইতে ইচ্ছুক। প্রয়োজনীয় ফলিও, কোর্ট ফি চাহিবা মাত্র সরবরাহ করিব।

অতএব আমাকে/ আমাদেরকে উল্লিখিত জাবেদা নকল/ ফটোকপি সরবরাহ করিতে মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক

ফরম-১৩

[বিধি ১৪(২) দ্রষ্টব্য]

(নকল প্রদানের রেজিস্টার)

ক্রমিক নং	দরখাস্ত প্রদানের তারিখ	নকল প্রস্তুতের তারিখ	নকল প্রদানের তারিখ	মন্তব্য

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোখলেছুর রহমান
সচিব।

মোঃ আবু ইউসুফ (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd